MAY 18 1999

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ভুলটি কার?

আমি কিছুদিন পূর্বপর্যন্ত রাজশাহী জেলার বাগমারা থানার কনোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। গত ১৯৯৮ সালে আমি তাহেরপুর সেন্টারে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরীক্ষার নম্বর প্রকাশের পর দেখতে পাই আমার গণিতে প্রাপ্ত নম্বর '৩৭' পরীক্ষা ভালো হওয়ায় আমি আগের থেকেই বেশী নম্বর পাবো বলে আশা করেছিলাম। অবশেষে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের রাজশাহীতে একটি দরখাস্ত লিখি। কোন উত্তর না পাওয়ায় রাজশাহী নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হই। দীর্ঘদিন পরে স্কুলে সংবাদ আসে। গণিতের নম্বর যোগ হয়েছে। বর্তমান নম্বর হল ৮৭। এখন আমার প্রশ্ন, এই বাড়তি ৫০ নম্বর এতদিন কোথায় ছিল? এই ভুলটি আসলে কার? যিনি খাতা দেখেছেন তার? না-কি যিনি নম্বরপত্র তৈরী করেছেন তার? অবশেষে দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীর হয়ে, কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব, সামনে যে ১৯৯৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে সেখানেও যেন কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে আমার মত দীর্ঘদিন ধরে হতাশায় দিন গুণতে না হয়।

—কেএম বাসার (রিপন),
গ্রাম ঃ মির্জাপুর,
পোঃ তাহেরপুর,
থানা-বাগমারা, রাজশাহী।

শিক্ষক সম্মেলন সম্পর্কে দু'টি কথা

গত ৫ ও ৬ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ৮ম জাতীয় সম্মেলন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শিক্ষককরা বহু আশা-আকাংক্ষা নিয়ে সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। শিক্ষকদের বহু দাবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উৎসব ভাতা এবং ১০০ ভাগ বেতন প্রদান। অনেক নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শোনার পর যখন সম্মেলনের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন তখন উৎসুক শিক্ষকগণ করতালী দিয়ে তার বক্তৃতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার বক্তৃতার মধ্যে সবই ভবিষ্যৎ আশার বাণী, সবই শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে পরিকল্পনাধীন আছে বলে জানালেন। তার এই পাশকাটা বক্তৃতা শুনে শিক্ষকরা যখন দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে শ্লোগান দিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী তড়িঘড়ি করে বক্তৃতা শেষ করে চলে গেলেন। শিক্ষকরা রাস্তায় নেমে রাস্তা বন্ধ করে দিলেন যেটা এ যুগে দাবী আদায়ের উত্তম মাধ্যম। পরক্ষণে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। পুলিশ শিক্ষকদের বেত্রাঘাত করে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলেন। শিক্ষক ছাত্রকে বেত্রাঘাত করেন আর সরকারের পুলিশ শিক্ষককে বেত্রাঘাত করেছেন, এতে কোন আপত্তি নেই। তবে আপত্তি এটুকুই যে, শিক্ষকদের একটি দাবীও পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী মনের শিক্ষকরা নীরব ছিলেন।

—মোহাম্মদ রুহুল আমিন
ইংরেজী শিক্ষক,
বিনোদপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়,
শরীয়তপুর।